# বাংলা বানান

তানহি খান তানহা

P2A

# অঞ্জলি দ্বারা গঠিত সকল শব্দে ই-কার হবে।

অঞ্জলী, গীতাঞ্জলী, শ্রদ্ধাঞ্জলী

যেমন: অঞ্জলি, গীতাঞ্জলি, শ্রদ্ধাঞ্জলি, প্রেমাঞ্জলি, পতঞ্জলি ইত্যাদি।

# সোনালী রুপালী মিতালী

সোনালি, রুপালি, বর্ণালি, হেঁয়ালি, খেয়ালি, মিতালি ইত্যাদি।

বিশেষণবাচক **আলি** প্রত্যয়যুক্ত শব্দে ই-কার হবে।

# জসীমউদ্দীন, জসীমউদ্‌দীন, জসীমউদ্দিন??

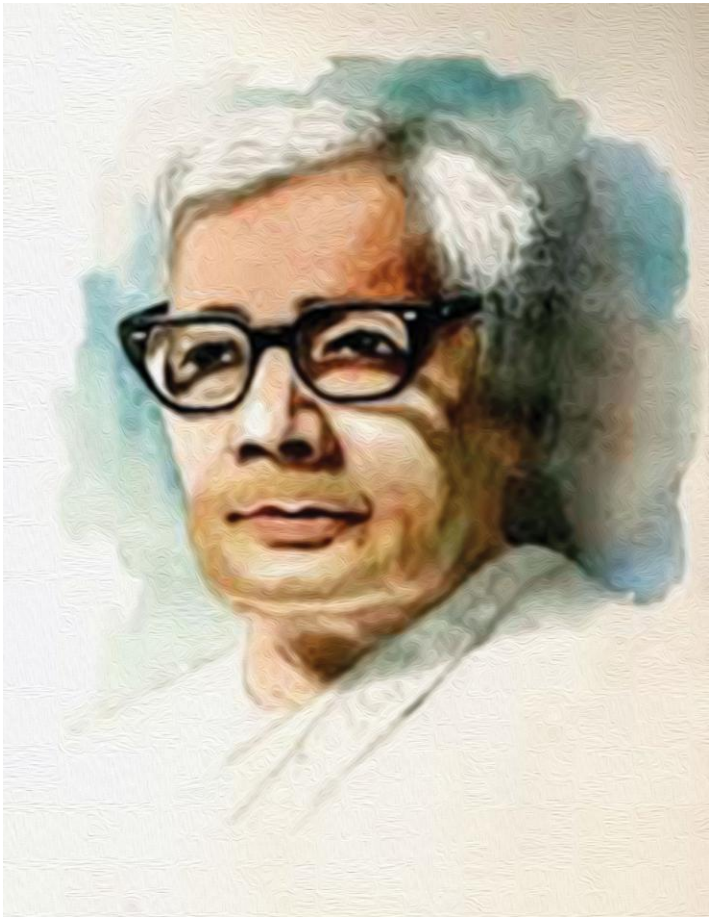

জসীম + চন্দ্র

জসীমচন্দ্র

জসীমউদ্দীন

মোমেনী গার্ল

রূপালী গার্ল

লেখক, কবি, কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নাম যা লেখা থাকে তাই লিখতে হবে।

- সোনালি ব্যাংক
- রুপালী ব্যাংক

## কার্যাবলী, বাংলাদেশ বিষয়াবলী, গ্রন্থাবলী???

আবলি

কার্যাবলি, শর্তাবলি, ব্যাখ্যাবলি, নিয়মাবলি, তথ্যাবলি, ইত্যাদি।

**‘আবলি’** বচনবোধক যুক্ত শব্দটির **আবলি** অংশটুকুতে ই-কার হবে এবং পদাশ্রিত নির্দেশক ‘টি’ যুক্ত থাকলে ই-কার হবে।

# ভাষা ও জাতিতে ই-কার হবে।

ইংরেজী, জাপানী, হিন্দী

বাঙালি/বাঙ্গালি, জাপানি, ইংরেজি, জার্মানি, ইরানি, হিন্দি, আরবি, ফারসি ইত্যাদি।

# ই-কার

- পদাশ্রিত নির্দেশক ‘টি’ সংযুক্ত শব্দে ই-কার হবে। যেমন- ছেলেটি, লোকটি, বইটি।
- বস্তুবাচক শব্দে ই-কার হবে। বাড়ি, গাড়ি, শাড়ি, কলসি, মশারি ইত্যাদি।
- প্রাণিবাচক শব্দে ই-কার হবে। যেমন: হাতি, পাখি, মুরগি, জোনাকি ইত্যাদি।

# পদের শেষে '-জীবী' ঈ-কার হবে।

চাকরিজীবি, পেশাজীবি, শ্রমজীবি

জীবিকা
জীবিত

চাকরিজীবী, পেশাজীবী, শ্রমজীবী, কৃষিজীবী, আইনজীবী ইত্যাদি।

## শব্দের শেষে বতী/মতী/গামী/কামী/বাহী/মুখী/পন্থী থাকলে ‘ঈ-কার’ হবে

ব্যতিক্রম

পদ্মাবতী, শ্রীমতী, অনুগামী, পরিবাহী, বহুমুখী, বামপন্থী

# ঈ, ঈয়, অনীয় প্রত্যয় যোগ ঈ-কার হবে।

পানি

যেমন: জাতীয় (জাতি), দেশীয় (দেশি ), পানীয় (পানি), জলীয়, স্থানীয়, স্মরণীয়, বরণীয়, গোপনীয়, ভারতীয়, মাননীয়, বায়বীয়, প্রয়োজনীয়, পালনীয়, তুলনীয়, শোচনীয়, রাজকীয়, লক্ষণীয়, করণীয়।

# হস-চিহ্ন

হস-চিহ্ন যথাসম্ভব বর্জন করতে হবে। যেমন:

কলকল, করলেন, কাত, চট, চেক, জজ, ঝরঝর, টক, টন, টাক,ডিশ, তছনছ, ফটফট, বললেন, শখ, হুক।

# হস-চিহ্ন হবে যেসব শব্দে

উদঘাটন, উদবেগ, উদভ্রান্ত, উদযাপন, দিকপাল, দিকভ্রম, দিকভ্রষ্ট, দিগদর্শন, প্রাক-কথন, বাক-সর্বস্ব ইত্যাদি

# দু নাকি দূ???

দু

দূ

দুরবস্থা, দুরন্ত, দুরাকাঙ্ক্ষা, দুরারোগ্য, দুরূহ, দুর্গা, দুর্গতি, দুর্গ,

দুর্দান্ত, দুর্নীতি, দুর্যোগ, দুর্ঘটনা, দুর্নাম, দুর্ভোগ, দুর্দিন, দুর্বল, দুর্জয়

**দূরত্ব বোঝায় না এরূপ শব্দে উ-কার যোগে 'দুর' ('দুর' উপসর্গ) বা 'দু+রেফ' হবে।**

দুর্নাম

দুর্নীতি

# দু নাকি দূ???

দূর, দূরবর্তী, দূর-দূরান্ত, দূরীকরণ, অদূর, দূরত্ব, দূরবীক্ষণ ইত্যাদি।

দূরত্ব বোঝায় এমন শব্দে ঊ-কার যোগে 'দূর' হবে।

ব্যতিক্রম:দূর্বা, দূষক, দূষণীয়, দূষণ, দূষ্য।

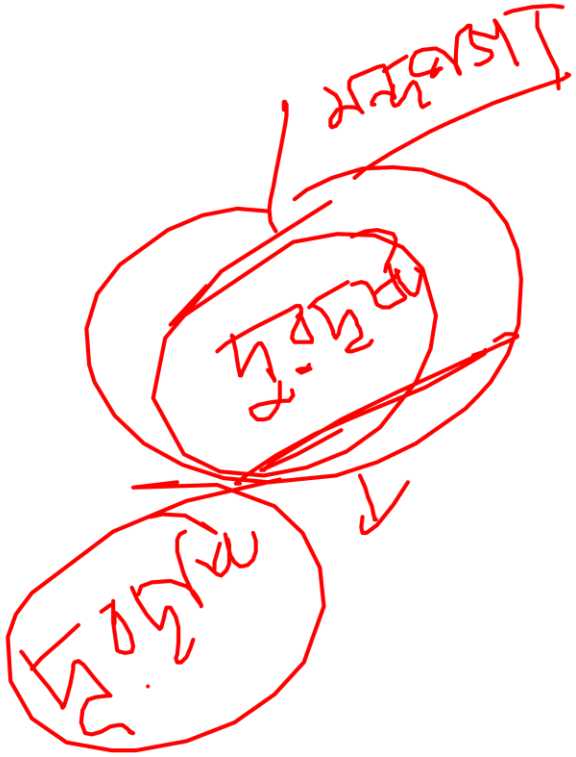

# ভু নাকি ভূ???

ভূমি

ভূমি বা মাটি সংক্রান্ত হলে **ভূ** হবে। তা না হলে **ভু** হবে।

যেমন- ভূ, ভূমি, ভূগোল, ভূমিকম্প, ভূতল, ভূধর।

ত্রিভুজ

কিন্তু- ভুবন, ত্রিভুবন, ত্রিভুজ।

# রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না

অর্জ্জন, ঊর্দ্ধ, কর্ম্ম, কার্ত্তিক, কার্য্য, বার্দ্ধক্য, মূর্চ্ছা, সূর্য্য

অর্জন, ঊর্ধ্ব, কর্ম, কার্তিক, কার্য, বার্ধক্য, মূর্ছা, সূর্য, সৌন্দর্য, ঐশ্বর্য, ধৈর্য, মাধুর্য ইত্যাদি

**ব্যতিক্রম:** অর্ঘ্য, দৈর্ঘ্য, নৈর্ব্যক্তিক, মর্ত্য।

# তৎসম শব্দ

কিংবদন্তি, খঞ্জনি, চিৎকার, চুল্লি, তরণি, ধমনি, ধরণি, নাড়ি, পঞ্জি, পদবি, পল্লি, ভঙ্গি, মঞ্জরি, মসি, যুবতি, রচনাবলি, লহরি, শ্রেণি, সরণি, সূচিপত্র,উর্ণা, উষা।

পদবি পল্লি

পদবী, পল্লী, ভঙ্গী, শ্রেণী

যে-সব তৎসম শব্দে ই ঈ বা উ ঊ উভয় শুদ্ধ কেবল সেসব শব্দে কেবল **ই বা উ এবং তার কার-চিহ্ন ি ু ব্যবহৃত হবে ।**

# ঙ হবে নাকি ং হবে, তা নির্ণয়ের সূত্র

সন্ধির ক্ষেত্রে ক খ গ ঘ পরে থাকলে পুর্ব পদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে অনুস্বার (ং) লেখা যাবে।

যেমন:

অহম্ + কার = অহংকার

সম + কীর্ণ = সংকীর্ণ

সন্ধিবদ্ধ না হলে ঙ স্থানে ং হবে না।

যেমন: অঙ্ক, অঙ্গ, আকাঙ্ক্ষা, আতঙ্ক, কঙ্কাল, গঙ্গা, বঙ্কিম, বঙ্গ, লঙ্ঘন, শৃঙ্খলা, সঙ্গে, সঙ্গী।

# ঙ হবে নাকি ং হবে, তা নির্ণয়ের সূত্র

অহংকার?

?

অহঙ্কার?

শৃঙ্খল

শৃংখল?

সন্ধির ক্ষেত্রে ক খ গ ঘ পরে থাকলে পুর্ব পদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে অনুস্বার (ং) লেখা যাবে। সন্ধিবদ্ধ না হলে ঙ স্থানে ং হবে না।

| শুদ্ধ বানান | ভুল বানান | শুদ্ধ বানান | ভুল বানান |
|---|---|---|---|
| অহংকার (অহম্ + কার) | অহঙ্কার | অলংকার (অলম্ + কার) | অলঙ্কার |
| ভয়ংকার (ভয়ম্+কার) | ভয়ঙ্কার | সংগীত (সম্ + গীত) | সঙ্গীত |
| সংকীর্ণ (সম্ + কীর্ণ) | সঙ্কীর্ণ | সংঘটন (সম্ + ঘটন) | সঙ্ঘটন |
| হৃদয়ংগম (হৃদয়ম্ + গম) | হৃদয়ঙ্গম | শুভংকর (শুভম্ + কর) | শুভঙ্কর |
| সংঘ (সম্ + ঘ) | সঙ্ঘ | সংখ্যা (সম্ + খ্যা) | সঙ্খ্যা |
| আকাঙ্ক্ষা [32th BCS; RU:17-18] | আকাংক্ষা, আকাংখা | লঙ্ঘন | লংঘন |
| কিণাঙ্ক [JnU:15-16] | কিণাংক | আশঙ্ক | আশংক |
| আতঙ্ক | আতংক | কলঙ্ক | কলংক |
| অঙ্ক, অঙ্গ | অংক, অংগ | বঙ্গ, গঙ্গা | বংগ, গংগা |
| কঙ্কাল | কংকাল | বঙ্কিম | বংকিম |
| শৃঙ্খল | শৃংখল | সঙ্গ, সঙ্গী | সংগ, সংগী |
| পুঙ্খানুপুঙ্খ[IU:15-16] (পুঙ্খ+অনুপুঙ্খ) | পুংখানুপুংখ | সর্বাঙ্গীণ | সর্বাংগীণ |
| শশাঙ্ক | শশাংক | শঙ্খ | শংখ |
| ব্যতিক্রম: শঙ্কা (শম্ + কা)। | | | |

# ইক (ষ্ণিক) প্রত্যয় যুক্ত শব্দ

(i) ব্যবহার

(ii) ব্যবহারিক

(iii) ব্যাবহারিক

সামসময়িক

সমসময়িক

সমসাময়িক

ইক (ষ্ণিক) প্রত্যয়যুক্ত অংশে ই-কার হবে এবং মূলস্বরের আদিস্বর বৃদ্ধি পাবে।

# ইক (ষ্ণিক) প্রত্যয় যুক্ত শব্দ

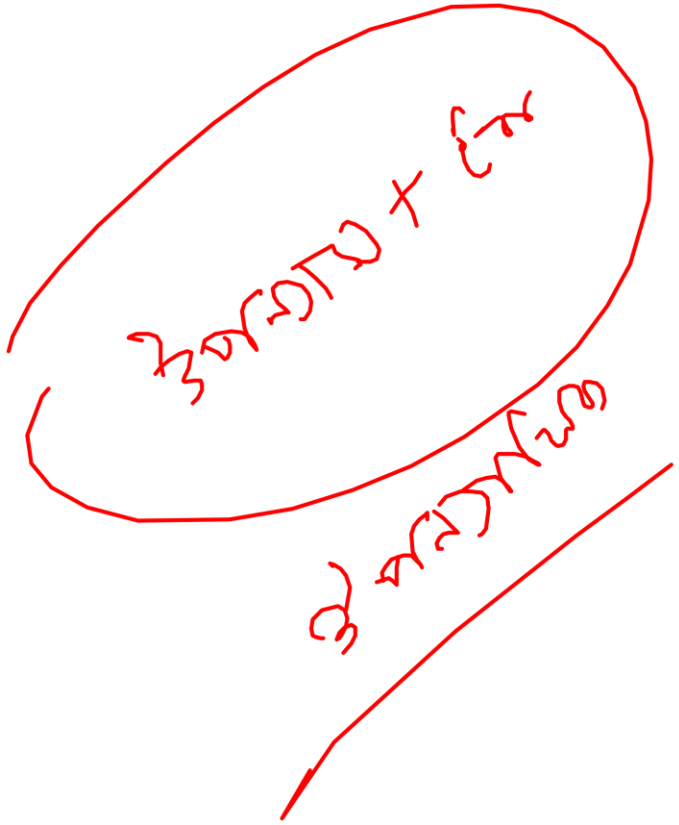

**গুণ/বৃদ্ধি**

অ > আ

ই/ঈ > এ/ঐ

উ/ঊ > ও/ঔ

ঋ> অর/আর

# ইক (ষ্ণিক) প্রত্যয়যুক্ত অংশে ই-কার হবে এবং মূলস্বরের আদিস্বর বৃদ্ধি পাবে

| শুদ্ধ বানান | শুদ্ধ প্রয়োগ (+ইক) | ভুল প্রয়োগ | শুদ্ধ বানান | শুদ্ধ প্রয়োগ (+ইক) | ভুল প্রয়োগ |
|---|---|---|---|---|---|
| অভ্যন্তর | আভ্যন্তরিক | অভ্যন্তরিক | অনুষঙ্গ | আনুষঙ্গিক | অনুষঙ্গিক |
| ব্যবহার | ব্যাবহারিক | ব্যবহারিক | ভূগোল | ভৌগোলিক | ভূগোলিক |
| ব্যবসায় | ব্যাবসায়িক | ব্যবসায়িক | সমসময় | সামসময়িক | সমসময়িক |
| ব্যাকরণ | ব্যাকরণিক | বৈয়াকণিক | উপন্যাস | ঔপন্যাসিক | উপন্যাসিক |
| উপনিবেশ | ঔপনিবেশিক | উপনিবেশিক | ইন্দ্রজাল | ঐন্দ্রজালিক/ইন্দ্রজালিক | - |
| সুপ্ত | সৌপ্তিক | সুপ্তিক | পুনঃপুন | পৌনঃপুনিক | পুনঃপুনিক |
| প্রত্যহ | প্রাত্যহিক | প্রত্যহিক | বিচার | বৈচারিক | বিচারিক |
| তৎক্ষণ | তাৎক্ষণিক | তৎক্ষণিক | ছন্দ | ছান্দসিক | ছন্দসিক |

adj

দরিদ্র - দরিদ্রতা - দারিদ্র্য

N N

তা - X

য-ফলা - W

**বিশেষণজাত শব্দকে বিশেষ্য করতে হলে তা বা য-ফলা যেকোন একটি প্রত্যয় যুক্ত করতে হবে।**

- তা-প্রত্যয় যুক্ত করলে আদিস্বর বৃদ্ধি পাবেনা
- কিন্তু য-ফলা যুক্ত করলে আদিস্বর বৃদ্ধি পাবে।

# বিশেষণজাত শব্দকে বিশেষ্য করতে হলে তা বা য-ফলা যেকোন একটি প্রত্যয় যুক্ত করতে হবে।

- দরিদ্র — দরিদ্রতা — দারিদ্র্য
- দীন — দীনতা — দৈন্য
- কৃপণ — কৃপণতা — কার্পণ্য
- এক — একতা — ঐক্য
- দুর্বল — দুর্বলতা —
- অলস — অলসতা —

বহুল — বহুলতা — বাহুল্য

মধুর — মধুরতা — মাধুর্য

যুক্ত — যুক্ততা — যৌক্ত্য

**বিশেষণজাত শব্দকে বিশেষ্য করতে হলে তা বা য-ফলা যেকোন একটি প্রত্যয় যুক্ত করতে হবে।**

তা-প্রত্যয় যুক্ত করলে আদিস্বর বৃদ্ধি পাবেনা

কিন্তু য-ফলা যুক্ত করলে আদিস্বর বৃদ্ধি পাবে।

| বিশেষণজাত শব্দ | বিশেষ্য রূপান্তর (+তা) | বিশেষ্য রূপান্তর (+য-ফলা) | ভুল প্রয়োগ |
|---|---|---|---|
| দরিদ্র | দরিদ্রতা [JnU:15-16] | দারিদ্র্য | দারিদ্র্যতা, দরিদ্র্যতা, দরিদ্র্য |
| দীন | দীনতা | দৈন্য | দৈন্যতা, দৈনতা, দীন্য, |
| স্বতন্ত্র | স্বতন্ত্রতা | স্বাতন্ত্র্য | স্বাতন্ত্র্যতা, স্বাতন্ত্রতা, স্বতন্ত্র্যতা, স্বতন্ত্র্য |
| কৃপণ | কৃপণতা | কার্পণ্য | কার্পণ্যতা, কৃপণ্যতা |
| বিচিত্র | বিচিত্রতা | বৈচিত্র্য [KU:18-19] | বৈচিত্র্যতা, বিচিত্র্য |
| বিশিষ্ট | বিশিষ্টতা | বৈশিষ্ট্য | বৈশিষ্ট্যতা, বিশিষ্ট্যতা |
| এক | একতা | ঐক্য | ঐক্যতা |
| অলস | অলসতা | আলস্য | আলস্যতা, অলস্য |
| বহুল | বহুলতা | বাহুল্য | বাহুল্যতা |
| দুর্বল | দুর্বলতা | দৌর্বল্য | দৌর্বল্যতা |
| সুজন | সুজনতা | সৌজন্য [11th BCS; RU:18-19] | সৌজন্যতা |
| সুন্দর | সুন্দরতা (প্রচলন কম) | সৌন্দর্য | সৌন্দর্যতা, সৌন্দর্য্য |
| বিপরীত | — | বৈপরীত্য [DU:19-20] | বিপরীত্য |
| চঞ্চল | চঞ্চলতা | চাঞ্চল্য | চাঞ্চল্যতা, চঞ্চল্যতা |
| সমর্থ | — | সামর্থ্য | সমর্থ্য |

বিশেষণজাত শব্দের শেষে ঈ-কার থাকলে এবং তার পরে যদি (ত্ব, তা, নী, ণী, সভা, পরিষদ, জগৎ, বিদ্যা, তত্ত্ব) এগুলো যুক্ত করা হয় তাহলে ঐ শব্দের শেষের ঈ-কার, ই-কার হবে।

দায়িত্ব (দায়ী),

প্রতিদ্বন্দ্বিতা (প্রতিদ্বন্দ্বী),

প্রার্থিতা (প্রার্থী), দুঃখিনী (দুঃখী),

অধিকারিণী (অধিকারী), সহযোগিতা (সহযোগী),

মন্ত্রিত্ব, মন্ত্রিসভা, মন্ত্রিপরিষদ (মন্ত্রী),

প্রাণিবিদ্যা, প্রাণিতত্ত্ব, প্রাণিজগৎ, প্রাণিসম্পদ (প্রাণী) ইত্যাদি।

ব্যতিক্রম- সতী+ত্ব= সতীত্ব, নারীত্ব, কুমারীত্ব

মন্ত্রী → মন্ত্রিত্ব

প্রাণী → প্রাণি

দায়ী - দায়িত্ব

প্রতিযোগী -

সহযোগী -

প্রতিযোগিতা

সহযোগিতা

বিশেষণজাত শব্দের শেষে ঈ-কার থাকলে এবং তার পরে যদি (ত্ব, তা, নী, ণী, সভা, পরিষদ, জগৎ, বিদ্যা, তত্ত্ব) এগুলো যুক্ত করা হয় তাহলে ঐ শব্দের শেষের ঈ-কার, ই-কার হবে।

একাকী + ঈ

| ী + ত্ব | = ি + ত্ব | ী + তা | = ি + তা |
|---|---|---|---|
| অধিকারী + ত্ব | অধিকারিত্ব | উপকারী + তা | উপকারিতা |
| পক্ষপাতী + ত্ব | পক্ষপাতিত্ব | পারদর্শী + তা | পারদর্শিতা |
| একাকী + ত্ব | একাকিত্ব | প্রতিদ্বন্দ্বী + তা | প্রতিদ্বন্দ্বিতা |
| কৃতী + ত্ব | কৃতিত্ব | প্রতিযোগী + তা | প্রতিযোগিতা |
| দায়ী + ত্ব | দায়িত্ব | সহযোগী + তা | সহযোগিতা |
| মন্ত্রী + ত্ব | মন্ত্রিত্ব | মনোযোগী + তা | মনোযোগিতা |
| স্থায়ী + ত্ব | স্থায়িত্ব | সহগামী + তা | সহগামিতা |
| | | সহমর্মী + তা | সহমর্মিতা |

## সকল অতৎসম অর্থাৎ তদ্ভব, দেশি, বিদেশি, মিশ্র শব্দে কেবল ই এবং উ এবং এদের কার চিহ্ন ি ু ব্যবহৃত হবে ।

দুঃশীল

ঋণী

ঋতুধর্ম

**সোনালী, হাতী, হিজরী, আরবী, চাচী**

রানী

রানি

রাজ্ঞী

দুরবিন, বিরিয়ানি, কাহিনি, বাঁশি, বাঙালি, বাড়ি, বিবি, বুড়ি, বেআইনি, বেশি, বোমাবাজি, ভারি (অত্যন্ত অর্থে), মামি, মালি, মাসি, মাস্টারি, রানি, রুপালি, রেশমি, শাড়ি, সরকারি, সিন্ধি, হিন্দি, হেঁয়ালি, গির্জা, গিন্নি।

# বিদেশি শব্দে ণ, ছ, ষ ব্যবহার হবে না।

যেমন: হর্ন, কর্নার, সমিল (করাতকল), স্টার, আস্সালামু আলাইকুম, ইনসান, বাসস্ট্যান্ড ইত্যাদি।

# গণনাবাচক বা পরিমাণবাচক শব্দগুলো ‘উ’ দিয়ে আর ক্রমবাচক সংখ্যাগুলো ঊ দিয়ে লিখতে হবে।

উনিশ

উনত্রিশ

উনচল্লিশ

কিন্তু

ঊনবিংশ

ঊনত্রিংশ

## সর্বনাম, বিশেষণ, ক্রিয়া-বিশেষণ ও কী শব্দটি ঈ-কার লেখা হবে।

এটা কী বই? কী আনন্দ! কী আর বলব? কী করছ? কী করে যাব? কী খেলে? কী জানি? কী দুরাশা! তোমার কী! কী বুদ্ধি নিয়ে এসেছিলে! কী পড়ো? কী যে করি! কী বাংলা কী ইংরেজি উভয় ভাষাতেই তিনি পারদর্শী।

কীভাবে, কীরকম, কীরূপে প্রভৃতি শব্দেও ঈ-কার হবে।

# কি/কী

যেসব প্রশ্নবাচক বাক্যের উত্তর হ্যাঁ বা না হবে, সেইসব বাক্যে ব্যবহৃত ‘কি’ হ্রস্ব ই-কার দিয়ে লেখা হবে। যেমন:

তুমি কি যাবে? সে কি এসেছিল?

# কাল, খাট, ছোট, ভাল

এগোনো বাড়ো তো চৈদ্দ

কালো, খাটো, ছোটো, ভালো

বাংলা অ-ধ্বনির উচ্চারণ বহু ক্ষেত্রে ও-র মতো হয়। শব্দশেষের এসব অ-ধ্বনি ও-কার দিয়ে লেখা যেতে পারে।

বাংলা অ-ধ্বনির উচ্চারণ বহু ক্ষেত্রে ও-র মতো হয়। শব্দশেষের এসব অ-ধ্বনি ও-কার দিয়ে লেখা যেতে পারে।

এগারো, বারো, তেরো, পনেরো, ষোলো, সতেরো, আঠারো

করানো, খাওয়ানো, চড়ানো, চরানো, চালানো, দেখানো, নামানো, পাঠানো, বসানো, শেখানো, শোনানো, হাসানো, কুড়ানো, নিকানো, বাঁকানো, বাঁধানো, ঘোরালো, জোরালো, ধারালো, প্যাঁচানো, করো, চড়ো, জেনো, ধরো, পড়ো, বলো, বসো, শেখো, করাতো, কেনো, দেবো, হতো, হবো, হলো;

কোনো, মতো।

# ং, ঙ

শব্দের শেষে প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে সাধারণভাবে অনুস্বার (ং) ব্যবহৃত হবে। যেমন:

গাং, ঢং, পালং, রং, রাং, সং।

তবে অনুস্বারের সঙ্গে স্বর যুক্ত হলে ঙ হবে। যেমন:

বাঙালি, ভাঙা, রঙিন, রঙের

**বাংলা ও বাংলাদেশ শব্দে অনুস্বার থাকবে।**

# বিসর্গ

ক্রমশঃ

বস্তুতঃ

মূলতঃ

ইতস্তত, কার্যত, ক্রমশ, পুনঃপুন, প্রথমত, প্রধানত, প্রয়াত, প্রায়শ, ফলত, বস্তুত, মূলত।

শব্দের শেষে বিসর্গ (ঃ) থাকবে না।

# মূর্ধন্য ণ, দন্ত্য ন

অতৎসম শব্দের বানানে ণ ব্যবহার করা যাবে না।

যেমন: ইরান, কান, কোরান, গভর্নর, গুনতি, গোনা, ঝরনা, ধরন, পরান, রানি, সোনা, হর্ন।

ইংরেজি ও ইংরেজির মাধ্যমে আগত বিদেশি s ধ্বনির জন্য স এবং -sh, -sion, -ssion, tion প্রভৃতি বর্ণগুচ্ছ বা ধ্বনির জন্য শ ব্যবহৃত হবে

যেমন:

পাসপোর্ট, বাস

ক্যাশ

টেলিভিশন

মিশন, সেশন

রেশন, স্টেশন

Coach

কোচ

Pas

Bus - বাস

Post - পোস্ট

Trust

# ঊর্ধ্ব-কমা

ঊর্ধ্ব-কমা যথাসম্ভব বর্জন করা হবে। যেমন:

বলে (বলিয়া), হয়ে (হইয়া), দুজন (দুইজন), চাল (চাউল), আল (আইল)।

# সমাসবদ্ধ পদ

বিলাত ফেরত, রাজ পুত্র, মধু মাখা

সমাসবদ্ধ পদগুলি যথাসম্ভব একসঙ্গে লিখতে হবে।

যেমন: বিলাতফেরত, রাজপুত্র, মধুমাখা

# বিশেষণ পদ

ভালোদিন, লালগোলাপ, সুগন্ধফুল, সুনীলআকাশ

ভালো দিন, লাল গোলাপ, সুগন্ধ ফুল, সুনীল আকাশ, সুন্দরী মেয়ে, স্তব্ধ মধ্যাহ্ন।

বিশেষণ পদ সাধারণভাবে পরবর্তী পদের সঙ্গে যুক্ত হবে না

# না-বাচক শব্দ

না

করি না, কিন্তু করিনি।

না-বাচক না এবং নি-এর প্রথমটি (না) স্বতন্ত্র পদ হিসেবে এবং দ্বিতীয়টি (নি) সমাসবদ্ধ হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

শব্দের পূর্বে না-বাচক উপসর্গ ‘না’ উত্তরপদের সঙ্গে যুক্ত থাকবে।

শব্দের পূর্বে না-বাচক উপসর্গ ‘না’ উত্তরপদের সঙ্গে যুক্ত থাকবে।

ণ

নাবালাক, নারাজ, নাহক

# অধিকন্তু অর্থে ‘ও’

আজো আমারো কালো

আজও, আমারও, কালও, তোমারও।

অধিকন্তু অর্থে ব্যবহৃত ‘ও’ প্রত্যয় শব্দের সঙ্গে কার-চিহ্ন রূপে যুক্ত না হয়ে পূর্ণ রূপে শব্দের পরে যুক্ত হবে।

# নিশ্চয়ার্থক ‘ই’

নিশ্চয়ার্থক ‘ই’ শব্দের সঙ্গে কার-চিহ্ন রূপে যুক্ত না হয়ে পূর্ণ রূপে শব্দের পরে যুক্ত হবে। যেমন:

আজই, এখনই।

# ‘বেশি’ এবং ‘বেশী’

‘বহু’, ‘অনেক’ অর্থে ব্যবহার হবে

‘বেশি’।

শব্দের শেষে ‘বেশী’ ব্যবহার হবে।

যেমন: ছদ্মবেশী, প্রতিবেশী অর্থে

# স্থ ও স্ত

ঠিক আছে?

কণ্ঠস্থ, মুখস্থ, ঠোঁটস্ত,

বাধাগ্রস্থ, ক্ষতিগ্রস্ত, হতাশাগ্রস্থ

মুখস্থ
মুখস্থ

পদের শেষে

‘গ্রস্থ’ নয় ‘গ্রস্ত’ হবে

যেমন: নেশাগ্রস্ত, দুর্দশাগ্রস্ত, বাধাগ্রস্ত, ক্ষতিগ্রস্ত, হতাশাগ্রস্ত, বিপদগ্রস্ত ইত্যাদি।

# অর্থবোধক শব্দ হলে শেষে ‘স্থ’ (স+থ) হবে

- কণ্ঠস্থ, মুখস্থ, ঠোঁটস্থ, কায়স্থ, গৃহস্থ, মধ্যস্থ, মনস্থ, অসুস্থ, তটস্থ, নিকটস্থ, দ্বারস্থ, অন্তঃস্থ, আত্মস্থ, গর্ভস্থ, ভূগর্ভস্থ, ধাতস্থ, সমাধিস্থ, দুরস্থ, বক্ষস্থ, দুঃস্থ/দুস্থ, প্রস্থ

ষত্ব

ষত্ব

# অর্থবোধক শব্দ না হলে 'স্ত' (স+ত) হবে

অস্ত, আশ্বস্ত, প্রস্ত, নিরস্ত, ন্যস্ত, ব্যস্ত, বিধ্বস্ত, অভ্যস্ত,

বিপর্যস্ত, পরাস্ত, প্রশস্ত, সমস্ত, বিশ্বস্ত।

# ভুত/ভূত

অদ্ভুত বানানে উ-কার হবে।

এ ছাড়া সকল ভূতে ঊ-কার হবে।

যেমন: ভূত, অভূত, প্রভূত, বিভূতি, ভস্মীভূত, বহির্ভূত, ভূতপূর্ব, ভূতুড়ে, ইত্যাদি

নীল

# হীরা

হীরা, হীরক, নীল, সুনীল, নীলক, নীলিমা ইত্যাদি।

হীরা ও নীল অর্থে সকল বানানে ঈ-কার হবে।

# সরকারী, পাইকারী, সহকারী ??

যেমন: সহকারী, আবেদনকারী, ছিনতাইকারী, পথচারী, কর্মচারী, উপকারী, অপকারী ইত্যাদি।

**ব্যক্তিবাচক হলে 'কারী'তে (আরী) ঈ-কার হবে।**

যেমন: সরকারি, দরকারি, তরকারি, পাইকারি ইত্যাদি।

সরকারি

তরকারি

# প্রমিত বানানে শব্দের শেষে ঈ-কার (প্রত্যয়যুক্ত) থাকলে ‘গণ’ যোগে ই-কার হয়।

সহকারী>সহকারিগণ,

কর্মচারী>কর্মচারিগণ,

কর্মী>কর্মিগণ,

আবেদনকারী>আবেদনকারিগণ

# প্রশ্নোত্তর পর্ব
# (৪১ বিসিএস)

কোন বানানটি শুদ্ধ?

ক. মনোকষ্ট

খ. মনঃকষ্ট

গ. মণকষ্ট

ঘ. মনকস্ট

# নির্দোষী, নির্বিরোধী, নিরপরাধী

- দোষী - নির্দোষ (~~নির্দোষী~~)
- অহংকারী - নিরহংকার (~~নিরহংকারী~~)
- অপরাধী – নিরপরাধ (~~নিরপরাধী~~)
- অভিমানী – নিরভিমান (~~নিরভিমানী~~)
- বিরোধী – নির্বিরোধ (~~নির্বিরোধী~~)
- জ্ঞানী – নিজ্ঞান (~~নিজ্ঞানী~~) ইত্যাদি

ইন্-প্রত্যয় যুক্ত হয়ে সাধারণত বিশেষণ গঠিত হয়ে থাকে। কিন্তু নিঃ/নির্ উপসর্গযোগে সমাসবদ্ধ হলে এরূপ শব্দের শেষের ঈ-কার হবে না।

# সম্ভাষণে এষু/আসু

- কল্যাণীয়েসু, কল্যাণবরেসু,
- কল্যাণীয়াষু , সুচরিতাষু,

# পুরুষবাচক সম্ভাষণে শেষে এ-কারের পরে 'ষ' হবে।

কল্যাণীয়েষু, কল্যাণবরেষু, প্রীতিভাজনেষু, প্রিয়বরেষু, শ্রদ্ধাস্পদেষু, সুচরিতেষু, সুহৃদবরেষু, কল্যাণীয়বরেষু, প্রিয়ভাজনেষু, শ্রদ্ধাভাজনেষু, বন্ধুবরেষু, শ্রীচরণেষু, সুজনেষু, স্নেহাস্পদেষু

# স্ত্রীবাচক সম্ভাষণে শেষে আ-কারের পরে ‘স্’ হবে

যেমন: কল্যাণীয়াসু , সুচরিতাসু, শ্রদ্ধাস্পদাসু,

পূজণীয়াসু, মাননীয়াসু, সুপ্রিয়াসু।

# অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

অভ্যন্তর, আভ্যন্তরিক, আভ্যন্তর,

অভ্যন্তরীণ

# প্রশ্নোত্তর পর্ব

## কোনটি শুদ্ধ?

a) অভ্যন্তরিন

b) আভ্যন্তরিন

c) আভ্যন্তর

d) অভ্যন্তরীক

# প্রশ্নোত্তর পর্ব

## কোনটি ভুল?

a) অভ্যন্তর

b) আভ্যন্তর

c) আভ্যন্তরিক

d) অভ্যন্তরীণ

# প্রশ্নোত্তর পর্ব

## কোনটি ভুল?

a) ঔষধ

b) ঔষধি

c) ওষধি

d) ওষুধ

ঔষধ ওষুধ ঔষধি ওষধি

# ঔষধ, ওষুধ, ঔষধি, ওষধি

- ‘ঔষধ’ শব্দটি তৎসম শব্দ যার অর্থ রোগ নিরাময় ও প্রতিরোধের জন্য প্রযুক্ত দ্রব্যাদি। সমার্থক শব্দ ওষুধ।
- ‘ঔষধি’ শব্দটি বাংলা শব্দ যার অর্থ যে সকল গাছগাছড়া থেকে ওষুধ/ ঔষধ তৈরি হয়।
- ‘ওষধি’ শব্দটি তৎসম শব্দ যার অর্থ একবার ফল দিয়েই মরে যায় এমন উদ্ভিদ।
- ‘ওষুধ’ বাংলা শব্দ যার অর্থ রোগ নিরাময় ও প্রতিরোধের জন্য প্রযুক্ত দ্রব্যাদি। সমার্থক শব্দ ‘ঔষধ’।

# প্রশ্নোত্তর পর্ব

## কোনটি শুদ্ধ?

a) আমসত্ত

b) অন্তঃসত্ত্বা

c) সত্তেও

d) স্বত্ত্বেও

স্বত্ব, সত্ত্ব, সত্তা

# স্বত্ব; সত্ত্ব; সত্তা— দ্বিধা?? (অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ)

স্বত্ব: (স্ব+ত্ব) ‘স্ব-নিজের (বিশেষণ) +‘ত্ব ' প্রত্যয় (বিশেষ্য
অর্থ-নিজত্ব, নিজের অধিকার যেখানে আছে এমন
মালিকানাস্বত্ব
স্বত্বাধিকারী,
সত্ত্ব: (সৎ+ত্ব) ৎ আর ত সন্ধির ফলে ত্ত হয়েছে।
“সৎ” শব্দের অর্থহচ্ছে ‘বিদ্যমান’।
‘সত্ত্ব’ শব্দের অর্থ অস্তিত্ব বা বিদ্যমানতা।
অন্তঃসত্ত্বা
‘সত্ত্বেও’
সত্ত্বেও (অর্থাৎ নিষেধ বিদ্যমান থাকতেও) এ কাজ করলে কেন?
→ সত্তা: (সৎ+তা) 'সৎ' শব্দের অর্থ যে 'বিদ্যমান' তা তো আগেই বলা হয়েছে; 'তা' প্রত্যয়টি হলোবিশেষ্যে রূপান্তরিত হওয়ার চিহ্ন। যেমন: সত্তা হারিয়ে ফেলা। এই ‘সত্তা’ আর আগের ‘সত্তা' অর্থের দিক দিয়ে একই, তবে প্রয়োগের ক্ষেত্রে তফাত আছে।

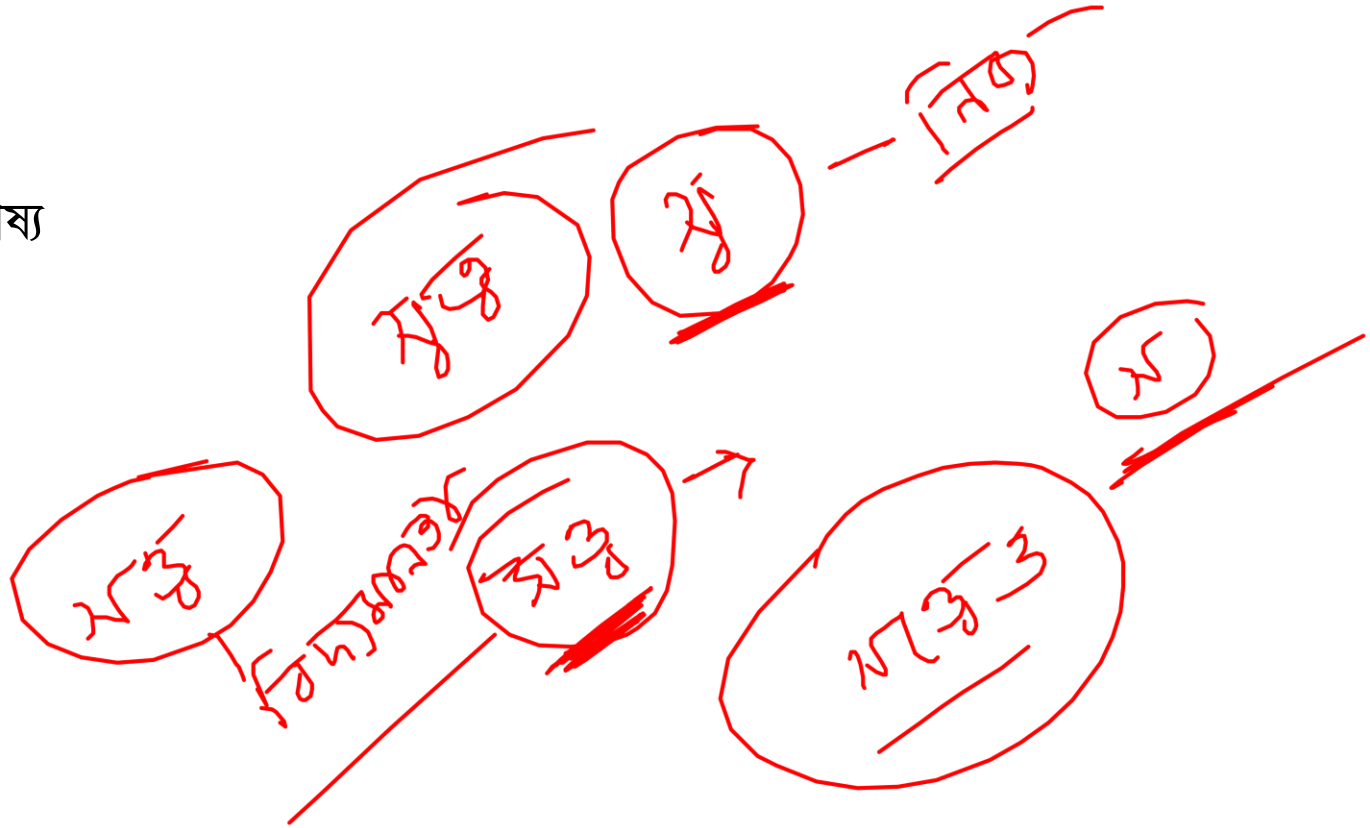

# প্রশ্নোত্তর পর্ব

## কোনটি শুদ্ধ?

a) ব্যখ্যা

b) ব্যধি

c) ব্যায়

d) ব্যর্থ

# 'ব্য' ও 'ব্যা' এবং য-ফলার পরে আ-কার হবে কিনা, তা নির্ণয়ের কৌশল

- ব্যাখ্যা/ব্যখ্যা
- ব্যাহত/ব্যহত
- অত্যন্ত/অত্যান্ত
- অত্যধিক/অত্যাধিক
- ব্যর্থ/ব্যার্থ
- ব্যাগ্র/ব্যগ্র
- ব্যস্ত/ব্যাস্ত
- ব্যাকুল/ব্যকুল
- ব্যাহার/আহার
- ব্যাতীত/ব্যতীত

# 'ব্য' ও 'ব্যা' এবং য-ফলার পরে আ-কার হবে কিনা, তা নির্ণয়ের কৌশল

- সন্ধিবদ্ধ শব্দে য-ফলা থাকে তাহলে তার বিচ্ছেদে সেই য-ফলা'র স্থলে ই-কার হয় এবং পরের অংশে সাধারণত অর্থবোধক শব্দ হয়।

- **নিয়মের শর্টকাট: য-ফলা =ই-কার + অর্থবোধক শব্দ ।**

কার যুক্ত কিছু বানান দেওয়া হলো:

(খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ)

ই-ই

১-১

নির্নিমেষ, কাহিনি, নিবিড়, নিহিত, পাণিনি, নিষ্ক্রিয়, নিষিদ্ধ, বারিধি, প্রসিদ্ধি, বিধি, শিথিল, মিহির, শিবির, সমিতি, বিকিরণ। অতিথি, তিথি, অদিতি, দিতি, ক্ষিতি, গিরি, গিরিশ, জিনিস, জ্যামিতি, কিঞ্চিৎ, তিতিক্ষা, দিগ্‌বিজয়

P2A

# ই-ঈ (১-২)

- অপরিসীম, জিগীষা, জিগীষু, চিকীর্ষা, চিকীর্ষু, উপচিকীর্ষা, কিরীট গৃহিণী, চিকীর্ষা, ধরিত্রী, দামিনীজ্যোতিষী, নিপীড়ন, নির্ভীক, নিশীথ, প্রবাহিণী, বাহিনী, বিনীত, বিদীর্ণ,বিভীষণ, বিস্তীর্ণ, সাময়িকী, মহিষী, যামিনী, পরিসীমা, নির্জীব, নিরীহ ইত্যাদি।

# ঈ-ঈ (২-২)

প্রতীকী, প্রতীচী, সমীচীন (উচিত), মনীষী, জীবী, দ্বীপী (সমুদ্র), উদীচী, জীবনী, হরীতকী, মহীয়সী, গরীয়সী, পটীয়সী, শরীরী, অশরীরী, ভাগীরথী

# ঈ-ই (২-১)

জীবিকা, শারীরিক, মরীচিকা, বাল্মীকি, অতীন্দ্রিয়, কনীনিকা, প্রতীতি, বহুব্রীহি, সীমিত, অবীচি, উজ্জীবিত, গীতিকা, কীর্তি, দধীচি, আশীবিষ, বীণাপাণি, উন্মীলিত, কীর্তিস্তম্ভ।

# ই-ঈ-ই
(১-২-১)

বিভীষিকা, নির্মীলিত,

পিপীলিকা, জিজীবিষা,

নিপীড়িত, চিকীর্ষিত

P2A

# ই-ঈ-ই-ঈ

## নিশীথিনী, কিরীটিনী

ঈ-ই-ঈ-ই

রীতিনীতি

# কিছু জটিল শব্দের বানান

| | |
|---|---|
| অ | অচিন্তা, অত্যাধিক, অনিন্দ্য, অনুর্ধ্ব, অন্তঃসত্ত্বা, অন্তজ্বালা, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, অলঙ্ঘ্য, অশ্বত্থ। |
| আ | আকাঙ্ক্ষা, আর্দ্রা, আবিষ্কার, অপরাহ্ণ, আহ্নিক, আনুষঙ্গিক । |
| উ | উচ্ছ্বাস, উজ্জ্বল, উত্ত্যক্ত, উদ্ভিজ্জ, উপর্যুক্ত, উপলব্ধি, ঊর্ধ্ব |
| এ, ঐ | এতদ্বারা, এতদ্ব্যতীত, ঐকাত্ম্য, ঐন্দ্রজালিক, ঐশীশক্তি, ঐষীক |
| ও, ঔ | ওষ্ঠাধর, ওজস্তিভা, ওতপ্রোতভাবে, ঔজ্জ্বল্য, ঔদ্ধত্য, ঔর্ণনাভ |
| ক | কর্তৃক, কর্ত্রী, কাঙ্ক্ষিত, কৃচ্ছ্র, কৃত্তিবাস, ক্বচিৎ, ক্রূর, কঙ্কণ, কনীনিকা |
| ক্ষ | ক্ষুব্ধ, ক্ষুন্নিবৃত্তি, ক্ষিতিশ, ক্ষেপণাস্ত্র, ক্ষুধানিবৃত্তি, ক্ষুন্নিবারণ |
| গ | গার্হস্থ্য, গ্রীষ্ম, গৃহিণী, গণনা, গন্ধেশ্বরী |
| ঘ | ঘূর্ণায়মান, ঘটনাবলি, ঘন্টা, ঘনিষ্ঠতা, ঘৃতাহুতি, ঘ্রাণেন্দ্রিয় |
| জ | জলোচ্ছ্বাস, জাজ্বল্যমান, জীবাশ্ম, জ্বর, জ্বলজ্বল, জ্বলা, জ্বালা, জ্বালানি, জ্যেষ্ঠ,জ্যৈষ্ঠ, জ্যোৎস্না, জ্যোতি, জ্যোতিষী, জ্যোতিষ্ক। |

# কিছু জটিল শব্দের বানান

| | |
|---|---|
| ট, ঠ | অটইটম্বুর, টীকাটিপ্পনী, টানাপোড়েন, টানাহেঁচড়া, ঠাট্টাতামাশা, ঠাকুরপূজা। |
| ত | তৎক্ষণাৎ, তত্ত্ব, তত্ত্বাবধান, তদ্‌ব্যতীত, তাত্ত্বিক, তীক্ষ্ণ, তূষ্ণীম্ভাব, ত্বক, ত্বরণ, ত্বরান্বিত, ত্বরিত, ত্যক্ত। |
| দ | দয়ার্দ্র, দারিদ্র্য, দুরাকাঙ্ক্ষা, দুর্নিরীক্ষ্য, দৌরাত্ম্য, দ্বন্দ্ব, দ্বিতীয়, দ্বিধা, দ্বেষ, দ্বৈত, দ্ব্যর্থ, দ্যূতক্রীড়া। |
| ধ | ধ্বংস, ধ্বজা, ধ্বনি, ধ্বন্যাত্মক। |
| ন | নঞর্থক, নিক্কণ, নির্দ্বন্দ্ব, নির্দ্বিধ, নৈঋত, ন্যস্ত, ন্যুব্জ, ন্যূনতম, নিশীথিনী। |
| প | পঙ্ক, পঙ্‌ক্তি, পদ্ম, পরাঙ্মুখ, পরিস্রাবণ, পার্শ্ব, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রতিদ্বন্দ্বী, প্রত্যুষ, প্রাতঃকৃত্য, প্রাতভোজন, প্রোজ্জ্বল, পৌরোহিত্য, পৈতৃক, পিপীলিকা। |
| ব | বক্ষ্যমাণ, বন্দ্যোপাধ্যায়, বন্ধ্যা, বয়োজ্যেষ্ঠ, বহিরিন্দ্রিয়, বাত্যাবিধ্বস্ত, বাল্মীকি, বিদ্বজ্জন, বিভীষিকা, বিভূতিভূষণ, বৈচিত্র্য, বৈদগ্ধ্য, বৈশিষ্ট্য, ব্যক্ত, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, ব্যগ্র, ব্যঙ্গ, ব্যঞ্জনা, ব্যতিক্রম, ব্যতিরেকে, ব্যতিব্যস্ত, ব্যতীত, ব্যত্যয়, ব্যথা, ব্যথিত, ব্যপদেশ, ব্যবচ্ছেদ, ব্যবধান, ব্যবসা, ব্যবস্থা, ব্যবহার, ব্যয়, ব্যর্থ, ব্যস্ত, ব্যুৎপত্তি, ব্যূহ, ব্রাহ্মণ। |
| ভ | ভৌগোলিক, ভ্রাতৃত্ব, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভ্রান্ত, ভ্রাম্যমাণ |

# কিছু জটিল শব্দের বানান

| | |
|---|---|
| ম | মধুসূদন, মনস্তত্ত্ব, মন্বন্তর, মর্ত্য, মহত্ত্ব, মাহাত্ম্য, মুহুর্মুহু, মুমূর্ত, মহৌষধ, মৃণালিনী, মৃত্তিকা, ম্রিয়মাণ |
| য | যথোপযুক্ত, , যদ্যপি, যশঃপ্রার্থী, যক্ষ্মা, যশস্বী, যাচঞা, যাথার্থ্য, যূপকাষ্ঠ, যোগরূঢ়, যৌবনোত্তীর্ণ । |
| র | রশ্মি, রৌদ্র, রুক্মিণী, রুচিবিগর্হিত, রূপণ, রৌদ্রকরোজ্জ্বল, রৌরব, রৌপ্য রৌশন। |
| ল | রশ্মি, রৌদ্র, রুক্মিণী, রুচিবিগর্হিত, রূপণ, রৌদ্রকরোজ্জ্বল, রৌরব, রৌপ্য রৌশন। |
| শ | শস্য, শাশ্বত, শিরশ্ছেদ, শিষ্য, শ্বশুর, শ্বশ্রূ (শাশুড়ি), শ্বাপদ, শ্মশান, শ্মশ্রু (দাড়ি), শ্রদ্ধাস্পদেষু, শ্রীমতী, শ্যেন, শ্লেষ্মা, শিরঃপীড়া, শুশ্রূষা |
| ষ | ষড়ানন, ষাণ্মাতুর ষাণ্মাসিক। |
| স | সংবর্ধনা, সত্তা, সত্ত্ব, সত্ত্বেও, সন্ধ্যা, সন্ন্যাস, সন্ন্যাসী, সম্মেলন, সরস্বতী, সাত্ত্বিক, সান্ত্বনা, সিন্দূর, \| সূক্ষ্ম, সৌহার্দ্য, স্বতঃস্ফূর্ত, স্বত্ব, স্বাচ্ছন্দ্য, স্বাতন্ত্র্য, স্বায়ত্তশাসন, স্বাস্থ্য, স্মরণ। |
| হ | হীনম্মন্যতা, হ্রস্ব, হ্রাস, হৃৎপিণ্ড, হোঁচট, হ্রস্বীভূত, হ্রেষা, হ্রদ। |

# অশুদ্ধ বানান - শুদ্ধ বানান

- পৈত্রিক - পৈতৃক
- সান্ত্বনা, স্বান্তনা - সান্ত্বনা
- অংশিদার - অংশীদার
- পুণর্বাসন - পুনর্বাসন
- পুন্যাহ - পুণ্যাহ
- সুষ্ঠ - সুষ্ঠু

# অশুদ্ধ বানান - শুদ্ধ বানান

- সম্বর্ধনা – সংবর্ধনা
- আপোষ – আপস
- চত্তর, চত্ত্বর – চত্বর
- চুড়ান্ত – চূড়ান্ত
- শষ্য – শস্য
- সুপারিস - সুপারিশ

# অশুদ্ধ বানান - শুদ্ধ বানান

- জ্বাজ্বল্যমান - জাজ্বল্যমান
- আগমনী - আগমনি
- ভুমি - ভূমি
- দ্বন্দ - দ্বন্দ্ব
- নুতন - নূতন
- ভূড়িওয়ালা - ভুঁড়িওয়ালা

# অশুদ্ধ বানান - শুদ্ধ বানান

- অতিত – অতীত
- কৌতুহল – কৌতূহল
- সূচীপত্র – সূচিপত্র
- কিম্বদন্তী, কিম্বদন্তি – কিংবদন্তি
- বিদ্যান – বিদ্বান
- চুষ্য - চূষ্য/ চোষ

# অশুদ্ধ বানান - শুদ্ধ বানান

- অসুয়া – অসূয়া
- অধঃস্তন – অধস্তন
- সন্যাসী – সন্ন্যাসী
- অহঃরাত্র – অহোরাত্র
- স্বামীগৃহ – গৃহস্বামী
- মরূভূমি - মরুভূমি

# অশুদ্ধ বানান - শুদ্ধ বানান

- নুপুর- নূপুর
- নৃশংশ – নৃশংস
- ভুরিভুরি – ভূরিভুরি
- স্বরস্বতী, স্বরসতী – সরস্বতী
- শ্বশান - শ্মশান
- সূচী - সূচি

# অশুদ্ধ বানান - শুদ্ধ বানান

- অন্তরীণ- অন্তরিন
- বিদুষি, বিদূষী - বিদুষী
- জরুরী - জরুরি
- মহত্ব, মহত্ত - মহন্ত (মহৎ + ত্ব)
- সম্মানীয় - সম্মাননীয়
- খুন্নিবৃত্তি - ক্ষুন্নিবৃত্তি

# অশুদ্ধ বানান - শুদ্ধ বানান

- সম্বলিত – সংবলিত
- স্বস্ত্রীক – সস্ত্রীক
- মরুদ্যান – মরূদ্যান
- মনস্তত্ত – মনস্তত্ত্ব
- কটুক্তি – কটূক্তি
- ঘূর্ণিয়মান - ঘূর্ণ্যমান, ঘূর্ণায়মান

# অশুদ্ধ বানান - শুদ্ধ বানান

- খেলোয়ার - খেলোয়াড়
- কচিৎ - ক্বচিৎ
- নবীণ - নবীন
- সৌষ্ঠ্যব - সৌষ্ঠব
- উপরোক্ত - উপরিউক্ত, উপর্যুক্ত
- উল্লেখিত - উল্লিখিত

# অশুদ্ধ বানান - শুদ্ধ বানান

- গ্রীণ হাউজ - গ্রিন হাউস
- বুহ্য - বৃহ্য
- অমাবশ্যা - অমাবস্যা
- অজ্ঞত - অজ্ঞাত
- অহর্নিশি - অহর্নিশ
- অনাথিনী - অনাথা

# অশুদ্ধ বানান - শুদ্ধ বানান

- ইয়ত্ত্বা - ইয়ত্তা
- উম্মুখ - উন্মুখ
- ইন্দ্রীয়, ঈন্দ্রীয় - ইন্দ্রিয়
- ঐরাবৎ - ঐরাবত
- কালীদাস - কালিদাস
- কনিষ্ট, কনিষ্ঠতম - কনিষ্ঠ

## অশুদ্ধ বানান - শুদ্ধ বানান

- গ্রাহ্যযোগ্য - গ্রাহ্য, গ্রহণযোগ্য
- সলীল - সলিল
- জ্ঞানভুষিত - জ্ঞানভূষিত
- জলজ্বল - জ্বলজ্বল
- শূণ্য, শুণ্য - শূন্য
- অনুর্ধ্ব - অনূর্ধ্ব

# অশুদ্ধ বানান - শুদ্ধ বানান

- মধুসুদন - মধুসূদন
- বিকেন্দ্রিকরণ - বিকেন্দ্রীকরণ
- কুৎসিৎ - কুৎসিত
- শশীভূষণ - শশিভূষণ
- সুচিস্মিতা - শুচিস্মিতা
- ষান্মাষিক, ষান্মাসিক - ষাণ্মাসিক

# অশুদ্ধ বানান - শুদ্ধ বানান

- শ্বাশুড়ি - শাশুড়ি
- উশৃঙ্খল - উচ্ছৃঙ্খল
- মানুষ্য - মনুষ্যত্ব, মনুষ্য
- কুম্ভীলক - কুম্ভিলক
- উপলক্ষ - উপলক্ষ্য
- অষ্টাধ্যায়ী - অষ্টাধ্যায়ী

# অশুদ্ধ বানান - শুদ্ধ বানান

উচ্ছ্বল - উচ্ছল

এক্ষুণি - এক্ষুনি

শ্বাশত - শাশ্বত

নিরব - নীরব (নিঃ + রব)

গার্হস্থ - গার্হস্থ্য

গড্ডালিকা - গড্ডলিকা

## অশুদ্ধ বানান - শুদ্ধ বানান

- উচিৎ - উচিত
- গোষ্টি - গোষ্ঠী
- জ্বরাজীর্ণ - জরাজীর্ণ
- উচ্ছাস - উচ্ছ্বাস
- কণক - কনক
- সুস্থ্য - সুস্থ

## অশুদ্ধ বানান - শুদ্ধ বানান

সমীরন - সমীরণ

অনূকুল - অনুকূল

আশির্বাদ - আশীর্বাদ

অহোরাত্রি - অহোরাত্র

উৎকর্ষতা - উৎকর্ষ, উৎকৃষ্টতা

## অশুদ্ধ বানান - শুদ্ধ বানান

- উহ্য - ঊহ্য, উহ্য
- উর্ধ্ব, ঊর্ধ - ঊর্ধ্ব
- ক্ষচিত - খচিত
- একান্নবর্তি - একান্নবর্তী
- গ্রহীত - গৃহীত
- চলমান - চলৎ, চলন্ত

# অশুদ্ধ বানান - শুদ্ধ বানান

- সমাধী - সমাধি
- জৈষ্ঠ্য - জ্যৈষ্ঠ (বাংলা মাস)
- জোতিষ - জ্যোতিষ
- পূণ্য, পুন্য - পুণ্য
- ভবিষ্যৎবাণী - ভবিষ্যদ্বাণী
- ভীতূ, ভিতু - ভীতু

# অশুদ্ধ বানান - শুদ্ধ বানান

- যশইচ্ছ, যশঃইচ্ছা - যশেচ্ছা, যশইচ্ছা
- লক্ষ্ণী - লক্ষ্মী
- সমতূল্য - সমতুল্য
- সুস্রী, সুশ্রি - সুশ্রী
- সমভিব্যহারে - সমভিব্যাহারে
- গোধুলি - গোধূলি

# অশুদ্ধ বানান - শুদ্ধ বানান

- আড়ষ্ঠ - আড়ষ্ট
- উত্তরসুরি - উত্তরসূরী
- জোতির্ময় - জ্যোতির্ময়
- কাঁচ - কাচ
- মুলত - মূলত
- প্রজ্জ্বলন - প্রজ্বলন

## অশুদ্ধ বানান - শুদ্ধ বানান

- এতদ্বারা - এতদ্দ্বারা
- নিক্কন - নিক্বণ
- ঘুর্নি - ঘূর্ণি
- কেন্দ্রিয় - কেন্দ্রীয়
- কোনক্রমে - কোনোক্রমে
- তফাৎ - তফাত

# অশুদ্ধ বানান - শুদ্ধ বানান

- নগন্য - নগণ্য
- উজ্জল - উজ্জ্বল
- উত্যক্ত - উত্ত্যক্ত
- বিদ্রূপ - বিদ্রুপ
- স্বাস্থ - স্বাস্থ্য
- অকুল - অকূল

# অশুদ্ধ বানান - শুদ্ধ বানান

- আহরিত - আহৃত
- অগ্রসরমান - অগ্রসর
- অধিনী - অধীনা
- উপরিপরি - উপর্যুক্তি
- উচ্ছন্ন - উৎসন্ন
- ঊর্মি, উর্মী - ঊর্মি

# অশুদ্ধ বানান - শুদ্ধ বানান

- কিম্বা - কিংবা
- ক্ষুৎপীড়িৎ - ক্ষুৎপীড়িত
- গগণ - গগন
- ঝঞ্জাট, বাঞ্ছাট - ঝঞ্ঝাট
- জেষ্ঠ্য - জ্যেষ্ঠ (অগ্রজ)
- ঝঙ্কার - ঝংকার

# অশুদ্ধ বানান - শুদ্ধ বানান

- রাণী, রানী - রানি
- অনুদিত - অনূদিত
- বিস্তৃতি - বিশ্রুতি
- লক্ষ্যণীয় - লক্ষণীয়
- ব্যাকূল - ব্যাকুল
- স্বচ্ছল - সচ্ছল, সচ্ছলতা

# অশুদ্ধ বানান - শুদ্ধ বানান

- সুদন - সূদন
- সারথী - সারথি
- সনাক্ত - শনাক্ত
- অপব্যায় - অপব্যয়
- পরিপক্ক - পরিপক্ক
- সতি - সতী

# অশুদ্ধ বানান - শুদ্ধ বানান

- কৌতূক - কৌতুক
- আনবিক - আণবিক
- উৎকেন্দ্রীক - উৎকেন্দ্রিক
- কর্নধার - কর্ণধার